দৈনিক খবর

তারিখ ...28 MAR 1991... পৃষ্ঠা... ...কলাম...

কুষ্টিয়ার পথকলি বিদ্যালয়

সরকার নির্ধারিত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত

॥ সনৎ নন্দী ॥

কুষ্টিয়া, ২৭শে মার্চ।– জেলার শ্রমজীবী শিশুদের জন্য গড়ে ওঠা একমাত্র পথকলি বিদ্যালয়টি এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে চলছে। অবহেলা ও অবজ্ঞার কারণে সরকারীভাবে নির্ধারিত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। ৪ জন শিক্ষক ও ১ জন পিয়নও তাদের ভাতা পাচ্ছেন না। সেই সাথে দুঃখী শিশুদের বিনামূল্যে পড়ার বই, খাতা, কলম, বস্ত্র দেয়া হচ্ছে না বলে জানা যায়।

গত বছর ২৭শে সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়ায় একমাত্র শ্রমজীবী শিশুদের জন্যে পথকলি ট্রাস্টের পরিচালনায় পথকলি বিদ্যালয়-২৯ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরশাদ সরকারের পতনের পর শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা এখন তাদের বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন। বর্তমানে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ জন শিশু প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী কুষ্টিয়া হাই স্কুলে অবস্থিত পথকলি বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এরা সবাই বিভিন্ন স্থানে দিনের বেলায় কাজ করে। বলা যায় বিভিন্ন পেশায় কর্মজীবী শিশু এরা। প্রতিদিন ক্লাস চলে বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

বর্তমানে শিশু শ্রেণীতে ৩৪ জন, প্রথম শ্রেণীতে ৫১ জন, ২য় শ্রেণীতে ১৪২ জন, ৩য় শ্রেণীতে ৫৩ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীতে ৪৩ জন। পথকলি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ, শিক্ষা উপকরণ, বস্ত্র, খাতা, কলম, চিকিৎসা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পালন করবে। অথচ এরশাদ সরকারের পতনের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এসব বিষয়ে নিশ্চুপ। অপরদিকে শিক্ষকদের অবস্থা আরো হৃদয় বিদারক। তারা চাকরি করছেন কিন্তু কোন বেতন বা ভাতা তাদের দেয়া হচ্ছে না। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর থেকে প্রথমে দরখাস্ত আহবান করা হয়। অবশ্য সেই বিজ্ঞপ্তিতে কোন স্কেলের উল্লেখ ছিল না। তবে ভাতা দেবার কথা ছিল। জানা যায়, ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার পথকলি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ২ হাজার টাকার ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় বয়ে যাবার পরও এখানকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোন রকম ভাতা দেয়া হচ্ছে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দেখবার জন্য দৈনিক খবরের পক্ষ থেকে হাজির হয়েছিলাম। ক্লাস চলছে আধো আলোয়। সমাজের খেটে খাওয়া শিশুরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার আশায় বিদ্যালয়ে এসেছে দূর দূরান্ত থেকে। আলাপ হলো রূপালী (৯) ২য় শ্রেণীর ছাত্রী, সে বাড়াদী গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাড়ীতে কাজ করে। পিতা কুরবান আলী হাঁড়ি-পাতিল তৈরী করে। নাছিমা (১০) একই গ্রামের ফেরীওয়ালা আবদুস সাত্তারের মেয়ে। সে দিনের বেলা খড়ি কুড়িয়ে বিক্রি করে আয় করে। বস্তি পাড়ার আজগারের মেয়ে রুকসানা (১১)। সে অন্যের বাড়ীতে কাজ করে। কুঠিপাড়ার ভাদু শেখের মেয়ে রনি (১০)। ঘড়িকাটি পথে পথে কুড়িয়ে বিক্রি করে। কুঠিপাড়ার কজলের মেয়ে নাজমা (১০) অন্যের বাসায় কাজ করে। এরা সবাই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে। স্টেশনের পাশে বিস্কুটের দোকানে কাজ করে রাজ্জাক (৮)। বোয়ালদহ গ্রাম থেকে আসে বিড়ি বাঁধা শিশু শ্রমিক মাজেদা (৯)। জেলখানার পাশের একটি হোটেলে কাজ করে কবির (৭)। এরা সবাই পথকলি বিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী।

আরো আলাপ হলো তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র গরুর রাখাল রিপন, বাসায় কাজ করা মেয়ে রুমা, চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র মামুন রেজা বাসায় ঠিকে কাজ করে রিতাসহ অনেকের সাথে। এরা সবাই কমবেশী কাজ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে। সেই সাথে যদি পারে তারা অসহায় পিতা-মাতাকে যৎসামান্য সাহায্য করে থাকে।

পথকলি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেজাউল করিম রেজা এ প্রতিবেদককে জানান, দীর্ঘদিন স্কুলের শিক্ষকরা বেতন বা ভাতা পাচ্ছেন না। কিভাবে তারা চলবে কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করাবে তাও একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। শহরের উত্তরে হাউসিং স্টেটের দিকে পথকলি বিদ্যালয়ের জন্য নিজস্ব জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু কবে নাগাদ সেখানে যাওয়া হবে তা তিনি জানেন না।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শুনেছি পথকলি স্কুলের নামে টাকা তোলা হয়েছে কিন্তু তা জমা হয়েছে কি-না তা জানি না। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বই, খাতা, কলম প্রয়োজন অনুযায়ী দেয়া হচ্ছে না। একজন চিকিৎসক সপ্তাহে একদিন চিকিৎসা দেবার জন্য আসার কথা কিন্তু কোনদিন তিনি আসেননি। ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় দেয়ার কথা থাকলেও তাও তারা পায়নি।

কুড়িগ্রাম : সম্প্রতি অনুষ্ঠিত গণ-সাক্ষরতা অভিযানের এক আঞ্চলিক কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন ডঃ মাহমুদ হাসান ---খবর